12.2.2. রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্ব (Ricardo's theory of comparative cost)

রিকার্ডোর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করার জন্য কতকগুলি অনুমান আমরা ধরে নিচ্ছি। রিকার্ডোর তত্ত্বটি নিম্নলিখিত অনুমানের উপর ভিত্তি করে গঠিত।

1. দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হচ্ছে।
2. দুটি মাত্র দ্রব্য রয়েছে। এই দুটি দ্রব্যেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হচ্ছে। উভয় দেশই উভয় দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে।
3. উভয় দেশই উভয় দ্রব্য উৎপাদনের কাজে একটি মাত্র উপাদান নিয়োগ করে। সেটি শ্রম। উভয় দেশে প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় শ্রম ঘণ্টার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। যে দ্রব্যের উৎপাদনে অধিক শ্রম ঘণ্টা প্রয়োজন হয় সেই দ্রব্যের মূল্য বেশি। একে মূল্যের শ্রম তত্ত্ব (Labour theory of value) বলে।
4. উভয় দেশেই ইউনিট পিছু উৎপাদন ব্যয় স্থির আছে বলে ধরা হয়।
5. উভয় দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চলছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর বিধি নিষেধ কোন দেশই আরোপ করেনি এবং কোনরূপ পরিবহন ব্যয়ও নেই।

এই অনুমানগুলির ভিত্তিতে রিকার্ডো দেখালেন যে যদি কোন একটি দেশ উভয় দ্রব্যের উৎপাদনেই ব্যয় সংকোচ ভোগ করে তাহলেও উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হতে পারে যদি উভয় দেশে ব্যয়ের অনুপাত পৃথক হয়। যদি উভয় দেশে দ্রব্য দুটির ব্যয়ের অনুপাত পৃথক হয় তাহলে ঐ দুটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের পার্থক্য রয়েছে বলে ধরা হয়। দুটি দেশের মধ্যে দুটি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে পার্থক্য থাকলে বাণিজ্য সম্ভব হবে এবং ঐ বাণিজ্য উভয় দেশের পক্ষেই লাভজনক হবে। যে দেশে যে দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা থাকবে সেই দেশ সেই দ্রব্যটি উৎপাদন এবং রপ্তানি করবে।

রিকার্ডোর বিখ্যাত উদাহরণের সাহায্যে আমরা তাঁর তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারি। ধরা যাক দুটি দেশ রয়েছে ঃ পর্তুগাল এবং ইংল্যান্ড। উভয় দেশেই দুটি দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে ঃ মদ এবং কাপড়। পর্তুগালে 1 ইউনিট মদ তৈরি করতে 80 ঘণ্টা শ্রম প্রয়োজন হয় এবং 1 ইউনিট কাপড় তৈরি করতে 90 ঘণ্টা শ্রম প্রয়োজন হয়। ইংল্যান্ডে 1 ইউনিট মদ উৎপাদন করতে 120 ঘণ্টা শ্রম প্রয়োজন হয় এবং 1 ইউনিট কাপড় উৎপাদন করতে 100 ঘণ্টা শ্রম প্রয়োজন হয়। উভয় দেশের উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে ইউনিট পিছু উৎপাদন ব্যয় নীচের সারণিতে প্রকাশ করা হল।

এক ইউনিট দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় (শ্রম ঘণ্টার মাধ্যমে)

	মদ	কাপড়
পর্তুগাল	80	90
ইংল্যান্ড	120	100

এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনেই পর্তুগালের খরচা কম। যেমন 1 ইউনিট মদ উৎপাদন করতে ইংল্যান্ডের লাগে 120 ঘণ্টা শ্রম কিন্তু পর্তুগালের লাগে মাত্র 80 ঘণ্টা শ্রম। আবার 1 ইউনিট কাপড় তৈরি করতে ইংল্যান্ডের লাগে 100 ঘণ্টা শ্রম কিন্তু পর্তুগালের লাগে 90 ঘণ্টা শ্রম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনেই পর্তুগাল চরম ব্যয় সুবিধা (Absolute cost advantage) ভোগ করছে। এরূপ ক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথের মতে পর্তুগাল এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে কোনরূপ বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হবে না। পর্তুগাল উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করবে। কিন্তু রিকার্ডো দেখিয়েছেন যে এক্ষেত্রেও উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হবে এবং এই বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হবে কারণ দ্রব্য দুটির উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত পর্তুগালের 80 : 90 এবং ইংল্যান্ডের 120 : 100। এই দুটি অনুপাত বিভিন্ন হওয়ার অর্থ উভয় দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের পার্থক্য রয়েছে। তুলনামূলক ব্যয়ের পার্থক্য থাকলেই উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হবে এবং এই বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হবে।

যদিও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে পর্তুগালের চরম সুবিধা রয়েছে কিন্তু দেখা যাবে যে মদ উৎপাদনে পর্তুগালের সুবিধা কাপড় উৎপাদন অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বেশি। বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 1 ইউনিট মদ উৎপাদন করতে পর্তুগালের দরকার 80 ঘণ্টা শ্রম এবং ইংল্যান্ডের দরকার 120 ঘণ্টা শ্রম। অর্থাৎ ইংল্যান্ডের যা শ্রম দরকার পর্তুগাল তার 67% $\left(\frac{80}{120}\times 100\right)$ খরচেই 1 ইউনিট মদ উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে কাপড় উৎপাদনে পর্তুগালের খরচা কম ঠিকই তবে পর্তুগালের খরচা ইংল্যান্ডের খরচার 90% $\left(\frac{90}{100}\times 100\right)$। এক্ষেত্রে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে পর্তুগালের চরম সুবিধা থাকলেও পর্তুগালের সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি মদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। তাই বলা হয় যে মদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পর্তুগাল তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা ভোগ করছে। অনুরূপভাবে দেখানো যেতে পারে যে ইংল্যান্ডের যদিও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনেই চরম ব্যয়াধিক্য রয়েছে কিন্তু ইংল্যান্ডের ব্যয়াধিক্য তুলনামূলকভাবে কাপড় উৎপাদনে কম। মদ উৎপাদনে পর্তুগালের যা ব্যয় ইংল্যান্ডের ব্যয় তার 50% বেশি কারণ $\frac{120}{80}\times 100 = 150\%$। অন্যদিকে কাপড় উৎপাদনে ইংল্যান্ডের ব্যয় 11% বেশি কারণ $\frac{100}{90}\times 100 = 111\%$. সুতরাং তুলনামূলকভাবে কাপড় উৎপাদনেই ইংল্যান্ডের কিছুটা সুবিধা রয়েছে।

রিকার্ডোর মতে এরূপ সময়ে পর্তুগাল মদ উৎপাদনে তুলনামূলক ব্যয়ের সুবিধা ভোগ করছে এবং ইংল্যান্ড কাপড় উৎপাদনে তুলনামূলক ব্যয়ের সুবিধা ভোগ করছে। যে দেশ যে দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক ব্যয়ের সুবিধা ভোগ করছে সেই দেশের সেই দ্রব্যের উৎপাদনে বিশেষীকরণ করা উচিত এবং সেই দ্রব্যটিই রপ্তানি করা উচিত। অর্থাৎ পর্তুগালের উচিত মদ উৎপাদনে বিশেষীকরণ করা এবং মদ রপ্তানি করা ও কাপড় আমদানি করা। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের উচিত কাপড় উৎপাদনে বিশেষীকরণ করা এবং কাপড় রপ্তানি করা ও মদ আমদানি করা। এইভাবে এক একটি দেশ এক একটি দ্রব্যের উৎপাদনে বিশেষীকরণ করবে এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে উভয় দেশ উভয় প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করবে। এই বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হতে পারবে।

কীভাবে বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হয় সেটি এখন দেখা যাক। যখন বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হয়নি তখন ইংল্যান্ডে 1 ইউনিট মদ উৎপাদন করতে 120 ঘণ্টা শ্রম লাগত এবং 1 ইউনিট কাপড় উৎপাদন করতে 100 ঘণ্টা শ্রম লাগত। সুতরাং সেখানে 1 ইউনিট মদ, 1 ইউনিট কাপড় অপেক্ষা বেশি মূল্যবান হবে। বাণিজ্য না থাকলে ইংল্যান্ডে 1 ইউনিট মদ 1.2 ইউনিট $\left(\frac{120}{100}\right)$ কাপড়ের সঙ্গে বিনিময় হবে। অন্যদিকে পর্তুগালে 1 ইউনিট মদ উৎপাদনে 80 ঘণ্টা শ্রম লাগত এবং 1 ইউনিট কাপড় উৎপাদনে 90 ঘণ্টা শ্রম লাগত। সুতরাং পর্তুগালে 1 ইউনিট মদ 0.89 $\left(\frac{80}{90}\right)$ ইউনিট কাপড়ের সঙ্গে বিনিময় হবে। এখন ধরা যাক যে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হল। বাণিজ্যের ফলে যদি ইংল্যান্ড 1·2 ইউনিট অপেক্ষা কম কাপড়ের বিনিময়ে 1 ইউনিট মদ পেতে পারে তাহলে ইংল্যান্ড আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে লাভবান হবে। তেমনি পর্তুগাল যদি 1 ইউনিট মদের পরিবর্তে 0·89 ইউনিট কাপড়ের তুলনায় বেশি কাপড় পেতে পারে তাহলে পর্তুগালেরও লাভ হবে। তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উভয় দেশই লাভবান হবে যদি আন্তর্জাতিক বাজারে মদ এবং কাপড়ের বিনিময় হার এরূপ হয় যে 1 ইউনিট মদের মূল্য 0·89 থেকে 1·2 ইউনিট কাপড়ের সঙ্গে সমান হয়।

আলোচনার সুবিধার জন্য ধরা যাক যে ইংল্যান্ড এবং পর্তুগালের মধ্যে যখন বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন মদ এবং কাপড়ের মধ্যে 1 : 1 এই বিনিময় হার স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ ইংল্যান্ড 1 ইউনিট কাপড় রপ্তানি করলে পর্তুগালের কাছ থেকে বিনিময়ে 1 ইউনিট মদ পাবে। আবার পর্তুগাল 1 ইউনিট মদ রপ্তানি করলে

বিনিময়ে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে 1 ইউনিট কাপড় পাবে। দেখা যাবে যে এই বাণিজ্য হার চালু থাকলে উভয় দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে লাভবান হবে।

যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হত না তখন 1 ইউনিট মদ তৈরি করতে ইংল্যান্ডের 120 ঘণ্টা শ্রম প্রয়োজন হতো। কিন্তু বাণিজ্যের ফলে ইংল্যান্ড 100 ঘণ্টা শ্রম দিয়ে 1 ইউনিট কাপড় তৈরি করতে পারবে এবং সেই 1 ইউনিট কাপড় দিয়ে ইংল্যান্ড পর্তুগালের কাছ থেকে 1 ইউনিট মদ পেতে পারবে। সুতরাং ইংল্যান্ড এখন 120 ঘণ্টার পরিবর্তে 100 ঘণ্টা শ্রম দিয়েই 1 ইউনিট মদ পেতে পারবে। প্রতি ইউনিট মদের জন্য ইংল্যান্ডের 20 ঘণ্টা শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে। এই শ্রম আরো বেশি পরিমাণ কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করা যেতে পারে অথবা বিশ্রাম আকারে বেশি সময় এখন ব্যবহার করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে বাণিজ্যের আগে পর্তুগালকে 1 ইউনিট কাপড় উৎপাদন করতে হলে 90 ঘণ্টা শ্রম নিয়োগ করতে হত। কিন্তু বাণিজ্যের ফলে পর্তুগাল 80 ঘণ্টা শ্রম নিয়োগ করে 1 ইউনিট মদ উৎপাদন করতে পারে এবং সেই 1 ইউনিট মদ দিয়ে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে 1 ইউনিট কাপড় পেতে পারে। সুতরাং 1 ইউনিট কাপড়ের জন্য পর্তুগালের ব্যয় হচ্ছে 80 ঘণ্টা শ্রম। দেশের মধ্যে কাপড় উৎপাদন না করে কাপড় আমদানি করলে প্রতি ইউনিট কাপড়ের জন্য পর্তুগালের 10 ঘণ্টা শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পর্তুগালও লাভবান হচ্ছে। দেখা যাবে যে দুটি দ্রব্যের বিনিময় হার যদি 0·89 এবং 1·2 এর মধ্যে থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হবে। এখন 0·89 হল 80 : 90 বা পর্তুগালের ব্যয় অনুপাত এবং 1·2 হল 120 : 100 অর্থাৎ ইংল্যান্ডের ব্যয় অনুপাত। সুতরাং আমরা এই সাধারণ সূত্রটি পাই **যে দুটি দেশের মধ্যে যদি তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য থাকে এবং দুটি দেশের বাণিজ্য হার (Terms of Trade) যদি দেশ দুটির ব্যয় অনুপাতের মধ্যে থাকে তাহলে বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হবে।**

রিকার্ডোর এই তত্ত্বটির কতকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে। সেগুলি এখন আলোচনা করা যেতে পারে। রিকার্ডোর তত্ত্বে কতকগুলি অনুমান ধরে নেওয়া হয়েছে যেগুলি বাস্তবসম্মত নয়।

প্রথমত, রিকার্ডোর তত্ত্বে ধরা হয়েছে যে দুটি দ্রব্যের উৎপাদনে একটি মাত্র উৎপাদনের উপাদান ব্যবহার করা হয়। সেটি শ্রম। কোন দ্রব্যের মূল্য সেই দ্রব্য উৎপাদন করতে কত ইউনিট শ্রম ব্যবহৃত হয় তার উপর নির্ভর করে। একেই মূল্যের শ্রম তত্ত্ব বলা হয়। মূল্যের শ্রম তত্ত্বটি কার্যকরী হচ্ছে—এই অনুমানটি রিকার্ডোর তত্ত্বে ধরা হচ্ছে। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায় যে শুধুমাত্র একটি উপাদানের সাহায্যে কোন দ্রব্য উৎপাদন করা যায় না। শ্রম এবং মূলধন এই দুটি উপাদান রয়েছে যদি আমরা ধরে নিই তাহলে রিকার্ডোর তত্ত্বটি কার্যকরী হবে না।

দ্বিতীয়ত, রিকার্ডো ধরেছিলেন যে মাত্র দুটি দেশ রয়েছে এবং সেই দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাস্তবে কিন্তু অনেক দেশ থাকে। দুইয়ের অধিক দেশ থাকলে কীভাবে পারস্পরিক বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হবে সেটি রিকার্ডোর তত্ত্বে দেখানো হয় নাই। তেমনি রিকার্ডো ধরেছিলেন যে দুটি দ্রব্য রয়েছে। দুই-এর অধিক দ্রব্য থাকলে কীভাবে বাণিজ্য হবে তা রিকার্ডোর তত্ত্বে দেখানো হয়নি।

তৃতীয়ত, রিকার্ডোর তত্ত্বে শুধু এইটুকুই ধরা হয়েছে যে দুটি দেশের মধ্যে যদি ব্যয়-অনুপাত পৃথক হয় তাহলে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি কার্যকরী হবে। যদি দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য-হার দুটি দেশের ব্যয় অনুপাতের মধ্যে থাকে তাহলে বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হবে। কিন্তু কীভাবে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হার নির্ধারিত হবে সেটি রিকার্ডোর তত্ত্বে দেখানো হয় নাই। দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হার বলতে আমরা বুঝি একটি দেশ 1 ইউনিট দ্রব্য রপ্তানি করলে কত ইউনিট দ্রব্য আমদানি করতে পারবে। আমাদের উদাহরণে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বাণিজ্য হার 1 : 1 ; অর্থাৎ ইংল্যান্ড 1 ইউনিট কাপড় রপ্তানি করলে 1 ইউনিট মদ আমদানি করতে পারবে। এই বিনিময় হার যেটিকে আমরা 1 : 1 ধরেছিলাম সেটি কীভাবে নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে রিকার্ডোর তত্ত্বে কোন আলোকপাত করা হয়নি।

চতুর্থত, রিকার্ডোর তত্ত্বে ধরা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোন পরিবহন ব্যয় নেই। এই অনুমানটিও অবাস্তব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা হয় যে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা পরিবহন ব্যয়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চমত, রিকার্ডোর তত্ত্বে ধরা হয়েছে যে এক একটি দেশ এক একটি দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলক ব্যয়ের সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু তুলনামূলক ব্যয়ের সুবিধা কেন দেখা দেয়, কেন একটি দেশ একটি দ্রব্য কম খরচে উৎপাদন করতে পারে এবং কেন অপর দেশ অপর দ্রব্য কম খরচে উৎপাদন করতে পারে তার কোন ব্যাখ্যা রিকার্ডোর তত্ত্বে দেওয়া হয়নি।

সর্বোপরি, রিকার্ডোর তত্ত্বে ধরা হয়েছে যে প্রতিটি দেশই একটিমাত্র দ্রব্যের উৎপাদনে বিশেষীকরণ করছে। এটি সম্ভব হবে যদি দুটি দেশ মোটামুটি একই আকৃতির হয় তবেই। কিন্তু যে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার মধ্যে একটি যদি বড় হয় এবং অপরটি যদি ছোট হয় তাহলে ছোট দেশটির পক্ষে হয়ত বিশেষীকরণ করা সম্ভব হবে কিন্তু বড় দেশটির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বিশেষীকরণ করা সম্ভব হবে না। যেমন ধরা যাক যে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতিতে বাণিজ্য হচ্ছে। এক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা সম্পূর্ণরূপে বিশেষীকরণ করতে পারে এবং শ্রীলঙ্কার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভারত থেকে আমদানি করতে পারে। কিন্তু ভারতের পক্ষে বিশেষীকরণ করা সম্ভব হবে না কারণ ভারতের আমদানি দ্রব্যের সম্পূর্ণ চাহিদা হয়ত শ্রীলঙ্কার পক্ষে মেটানো সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশেষীকরণ করা বড় দেশের পক্ষে সম্ভব হবে না।

রিকার্ডোর তত্ত্বের এই ত্রুটিগুলি দুর করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। রিকার্ডো যে সমস্ত অবাস্তব অনুমান ধরেছিলেন সেই অনুমানগুলিকে পরিত্যাগ করে বা সংশোধন করে ঐ তত্ত্বটিকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। রিকার্ডোর তত্ত্বের বিভিন্ন ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে এই তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁর এই তত্ত্বটিকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন তত্ত্ব গড়ে উঠেছে।